যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৬১

১/ বিবিধ

আরবী

تسحروا من آخر الليل، وكان يقول: هو الغداء المبارك

ضعيف

رواه ابن عدي (170 / 2) عن سلمة بن رجاء: حدثنا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد السلمي وأبي الدرداء مرفوعا. وقال: " سلمة بن رجاء أحاديثه أفراد وغرائب ويحدث بأحاديث لا يتابع عليها ". وقال الحافظ ابن حجر فيه: " صدوق، يغرب ". لكن الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ والحديث قال الهيثمي (3 / 151) : " رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف ". وقد تابعه على الشطر الثاني من الحديث عبد الله بن سالم (الأصل سلام) عن راشد عن أبي الدرداء وحده. أخرجه ابن حبان (881) من طريق عمرو بن الحارث بن الضحاك عنه. لكن عمرو بن الحارث هذا قال الذهبي: " لا تعرف عدالته ". وراشد بن سعد ثقة، لكن قال الحافظ: " في روايته عن أبي الدرداء نظر ". يشير إلى أنه لم يثبت سماعه منه، فإن بين وفاتيهما أكثر من سبعين سنة. وله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب عن أحمد (4 / 132) بسند حسن، وآخر من حديث العرباض عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة (1938) وابن حبان (882) . وكنت حسنت إسناده في " المشكاة " (1997) والآن تبين لي أنه وهم، فإن فيه مجهولا كما بينته في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " ولكن هذا الشطر بمجموع طرقه صحيح

বাংলা

১৯৬১। রাতের শেষাংশে সাহরী গ্রহণ কর এবং তিনি বলতেনঃ সেটি হচ্ছে বরকতপূর্ণ খাদ্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৭০) সালামাহ ইবনু রাজা হতে, তিনি আলআহওয়াস ইবনু হাকীম হতে, তিনি রাশেদ ইবনু সা’দ হতে, তিনি উতবাহ ইবনু আব্দ সুলামী এবং আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেনঃ সালামাহ ইবনু রাজার হাদীস এককভাবে বর্ণনাকৃত এবং গারীব। তিনি এমন সব হাদীস বর্ণনাকারী যেগুলোর মুতাবায়াত করা হয়নি। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, গারীব বর্ণনাকারী। কিন্তু আহওয়াস ইবনু হাকীম হেফযের দিক থেকে দুর্বল।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী (৩/১৫১) বলেনঃ এটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে জুবারাহ ইবনু মুগাল্লিস রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল। তবে দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেম (আসলে রয়েছে সালাম) রাশেদ হতে, তিনি শুধুমাত্র আবুদ দারদা (রাঃ) হতে তার মুতাবা’য়াত করেছেন। এটিকে ইবনু হিব্বান (৮৮১) আমর ইবনুল হারেস ইবনুয যুহহাক সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আমর ইবনুল হারেস সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না। আর রাশেদ ইবনু সা’দ নির্ভরযোগ্য। তবে হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ আবুদ দারদা (রাঃ) হতে তার বর্ণনায় বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, আবুদ দারদা (রাঃ) হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। কারণ তাদের দু’জনের মৃত্যুর মাঝে সত্তর বছরের ব্যবধান রয়েছে।

ইমাম আহমাদের নিকট (৪/১৩২) হাসান সনদে হাদীসটির একটি শাহেদ মিকদাম ইবনু মাদী কারুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি শাহেদ আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ (১৯৩৮) ও ইবনু হিব্বানের (৮৮২) নিকট ইরবাযের হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি সেটিকে “আলমিশকাত” গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছিলাম। এখন আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, সেটি ধারণাবশতই ঘটেছিল। কারণ এর মধ্যে মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন। যেমনটি আমি সহীহ্ ইবনু খুযাইমার টীকার মধ্যে বর্ণনা করেছি। তবে বিভিন্ন সূত্রকে একত্রিত করণের দ্বারা এ অংশ (দ্বিতীয় অংশ) সহীহ।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72844

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন